কারবালা

বাস্তবতা বনাম কল্পকথা

ফরিদ আল বাহরাইনি

অনুবাদ

মুহাম্মাদ নাফিস নাওয়ার

সম্পাদনা

মাওলানা মানযুরুল কারিম

সূচীপত্র

পূর্বকথা – ৬

সম্পাদকের কথা – ৮

লেখক পরিচিতি – ১১

লেখকের ভূমিকা – ১২

কারবালা : বাস্তবতা বনাম কল্পকথা – ১৫

মাক্বতাল হুসাইন ﵁-এর ব্যাপারে সহীহ বর্ণনাসমূহ – ৪৬

পরিশিষ্ট – ৭৮

ভূমিকা

ঘটনাপ্রবাহের আলোচনার যাবার আগে কারবালার ঘটনা সম্পর্কে সর্বাধিক প্রচলিত বর্ণনাগুলোর ব্যাপারে আগে কিছু কথা বলা দরকার। এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে কিছু প্রাথমিক উৎস (প্রাইমারী সোর্স) থেকে নেয়া আর কিছু নেয়া হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস (সেকেন্ডারি সোর্স) থেকে।

অধিকাংশ সুন্নি কারবালা বা হুসাইন ﵁-এর শাহাদাতের ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে সাধারণত রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করবে 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া'-কে। কেউ কেউ হয়তো ইবনু হাজার ﵀-এর 'আল ইসাবা'-এর সূত্র ব্যবহার করবেন। ইবনু হাজার ﵀-এর বর্ণনা ইবনু কাসীর ﵀-এর চাইতে কিছুটা ভিন্ন। কিন্তু আমাদের যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে তা হলো 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' কিংবা 'ইসাবা' দুটোই কিন্তু উৎস হিসেবে দ্বিতীয় পর্যায়ের বা সেকেন্ডারি সোর্স। আর এ দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎসগুলো সাধারণত নির্ভর করে কয়েকটি প্রাথমিক উৎসের বর্ণনার ওপর। প্রশ্ন হলো হুসাইন ﵁-এর শাহাদাতের ব্যাপারে জানার জন্য প্রাথমিক উৎসগুলো কী?

আমি এখানে সংক্ষেপে প্রাথমিক উৎসগুলো সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করব। সংক্ষেপে হলেও এ আলোচনাটুকু আগে সেরে নেয়া দরকার, তা না হলে বেশ কিছুটা অস্পষ্টতা থেকে যাবে।

কারবালার ঘটনার ব্যাপারে সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রাথমিক উৎস হলো আবু মিখনাফ লূত বিন ইয়াহইয়া আল আযদির (মৃত্যু : ১৫৮ হিজরী) বর্ণনা। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে ইবনু কাসীর ﵀ তার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু আবু মিখনাফের ব্যাপারে আছে বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন। মুহাদ্দিসিনের মতে সে একজন মিথ্যাবাদী। আবু মিখনাফের ব্যাপারে ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন ﵀-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'ওহ! সে তো আমর বিন শিমারের চেয়েও জঘন্য।'[৩]

---

[৩] আত তারিখ : ১/৩২৮, ইয়াহইয়া বিন মা'ঈন ﵀, আদ দুরীর বর্ণনা থেকে নেয়া হয়েছে।

আর আমর বিন শিমার সবার কাছে পরিচিত ছিল একজন মিথ্যাবাদী হিসেবে।[৪] অর্থাৎ ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন ﵀-এর মতে আবু মিখনাফ ছিল এক সর্বজনস্বীকৃত মিথ্যাবাদীর চেয়েও বড় মিথ্যাবাদী।

আবু হাতিম ﵀ বলেন, 'তার বর্ণনাগুলো প্রত্যাখ্যাত।'[৫]

তাহলে দেখুন, শুরুতেই কিন্তু আমরা একটা সমস্যা দেখতে পাচ্ছি। কারবালার ঘটনার ব্যাপারে যার বর্ণনা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে, সে একজন মিথ্যাবাদী। এটা কিন্তু বেশ বড় একটা সমস্যা।

এটা হলো সর্বাধিক উদ্ধৃত বর্ণনার অবস্থা।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উদ্ধৃত উৎস হলো তাবাক্বাত ইবনু সা'দ। ইবনু সা'দ ﵀ একজন বড় মুহাদ্দিস। কিন্তু দুঃখজনকভাবে কোন কোন উৎস থেকে হুসাইন ﵁-এর শাহাদাতের ব্যাপারে বর্ণনাগুলো তিনি নিয়েছেন, সেটা সুনির্দিষ্টভাবে তিনি উল্লেখ করেননি। তিনি ঢালাওভাবে কয়েকজন ব্যক্তির নাম বলেছেন, যাদের কাছ থেকে তিনি বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করেছেন। এদের একজন হলো মুহাম্মাদ বিন উমার আল ওয়াক্বিদি। এই ব্যক্তি মদীনার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদীদের একজন হিসেবে পরিচিত।[৬] কাজেই কিছু বর্ণনা তিনি আল ওয়াক্বিদির কাছ থেকে নিয়েছেন বলেই মনে হয় এবং আল্লাহ ﷻ-ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

তবে আমরা যদি ধরেও নিই যে ইবনু সা'দ ﵀ আল ওয়াক্বিদির কাছ থেকে কোনো বর্ণনা নেননি, তাতেও তেমন একটা অগ্রগতি হয় না। কারণ, কোন উৎস থেকে তিনি বর্ণনাগুলো নিয়েছেন তা ইবনু সা'দ ﵀ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। যদি ওয়াক্বিদির কাছ থেকে না নিয়ে থাকেন, তাহলে অন্য কারও কাছ থেকে নিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, এই অন্য কেউটা কে?

আমাদের জানার কোনো উপায় নেই। কাজেই হয় তিনি মিথ্যাবাদী আল ওয়াক্বিদির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, অথবা তিনি এমন কোন উৎস থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। ব্যাপারটা আসলে দুঃখজনক। ইবনু সা'দ ﵀ যদি সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর

---

[৪] দেখুন : লিসান আল মিযান : ৪/৪২২

[৫] ইবনু আবি হাতিম ﵀-এর আল জারহ ওয়াল তা'দিল কিতাবে উল্লেখিত (৭/২৪৭)।

[৬] মুহাম্মাদ বিন উমার বিন ওয়াক্বিদ আল আসলামি আল ওয়াক্বিদি আল মাদানি। আয যাহাবী ﵀ তাঁর মিযান আল ই'তিদাল কিতাবে উল্লেখ করেছেন : ইবনুল মাদানি, ইবনু রাহাওয়াইহ, আবু হাতিম এবং আন নাসা'ঈ ﵀ সবাই আল ওয়াক্বিদিকে মিথ্যা বলার দোষে অভিযুক্ত করেছেন। আয যাহাবী ﵀ তারপর বলেন, আল ওয়াক্বিদির দুর্বলতার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। (৬/২৭৩-২৭৬)

সোর্স উল্লেখ করতেন, তাহলে পুরো বিষয়টা আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যেত।

আরেকজন বর্ণনাকারী হলেন আম্মার আয-যুহাইনি। তারিখ আত তাবারীতে কারবালার ব্যাপারে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। এ বর্ণনাটি তুলনামূলকভাবে আকারে ছোট এবং স্পষ্ট। একটি মজার ব্যাপার হলো, হুসাইন ﵁-এর শাহাদাতের ব্যাপারে বর্ণনাগুলোর মধ্যে যেগুলো আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট, সাধারণত সেগুলো সহীহ হয়ে থাকে। আয-যুহাইনির বর্ণনা আকারে ছোট তবে এর বর্ণনাসূত্রে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন, খালিদ বিন ইয়াযিদ বিন আসাদ।[৭] এ কারণে আমরা পুরোপুরি ভরসা করতে পারছি না আম্মার আয-যুহাইনির বর্ণনাটির ওপরও।

আবুল আরাব আত তামিমির 'আল মিহান' কিতাবে আমরা পাই আবু মা'শার নুজাইহ বিন আবদুর রাহমানের বর্ণনা। আবু মা'শার একজন দুর্বল বর্ণনাকারী ছিলেন এবং তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য না। ইয়াহইয়া বিন সা'ঈদ, ইবনুল মাদিনি, আল বুখারী, আন নাসা'ঈ, ইবনু আদী এবং দারাকুতনী ﵀ সবাই-ই আবু মা'শারকে দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কাজেই আমরা একটা মৌলিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি। সবগুলো প্রাথমিক উৎস হয় দুর্বল অথবা অনির্ভরযোগ্য। তবে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাছে বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলাদা আলাদা বর্ণনা আছে, যেগুলো একত্র করলে হুসাইন ﵁-এর শাহাদাতের ঘটনার ব্যাপারে একটি স্পষ্ট এবং বিশুদ্ধ ছবি ফুটে ওঠে। এ ধরনের অনেক সোর্স আছে, যেমন : তারিখ খলিফা ইবনু খাইয়্যাত, তারিখ আত তাবারী, সহীহ আল বুখারী, মু'জাম আত তাবারানি, মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবা। এসব সংকলনে বিভিন্ন উৎস থেকে এসেছে ছোট ছোট বিভিন্ন বর্ণনা। এ সবগুলো বর্ণনা সামনে রাখলে পরিপূর্ণ এবং বিশুদ্ধ একটি ছবি পাওয়া সম্ভব। এবং আমার মতে, কোনো মিথ্যাবাদীর বর্ণনার ওপর নির্ভর করার চেয়ে এ পদ্ধতিতে আগানোই উত্তম।

তবে পাঠকের মনে একটি প্রশ্ন আসতে পারে, ইমাম ইবনু কাসীর ﵀ কেন আবু মিখনাফের বর্ণনার ওপর নির্ভর করলেন? একজন মিথ্যাবাদীর উদ্ধৃতি কেন তিনি দিলেন?

এ প্রশ্নের উত্তর আসলে বেশ সহজ। আবু মিখনাফের বর্ণনা অনেক বিস্তারিত, অনেক তথ্যবহুল। সুবিন্যস্ত এবং স্পষ্ট। তার বর্ণনায় এমন অনেক কিছু পাবেন যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কীভাবে কারবালায় একেকজন নিহত হয়েছেন[৮], এমনকি

---

[৭] বিস্তারিত পরিশিষ্টে।

[৮] তারিখ আত তাবারী : ৩/১০৫৮

যুদ্ধক্ষেত্রে কোন কোন কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছিল, কে আবৃত্তি করেছিল, এমন সব তথ্য উঠে এসেছে তার বর্ণনায়।[৯] স্বভাবতই ইতিহাসবিদরা এ ধরনের বিস্তারিত বর্ণনা পছন্দ করেন। এ কারণেই ইবনু কাসীর ﵀-সহ অনেক ঐতিহাসিককে দেখবেন আবু মিখনাফের উদ্ধৃতি দিতে। তবে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় খেয়াল করা দরকার। আবু মিখনাফের বর্ণনা সর্বপ্রথম সংকলিত হয়েছিল আত তাবারী ﵀-এর মাধ্যমে। ইমাম আত তাবারী ﵀ বলেছেন, আমার বইয়ে যা কিছু আছে তার সবটুকু গ্রহণ কোরো না। এ বইয়ের কোনো কিছুতে যদি সমস্যা থাকে তবে সেটা বর্ণনাকারীদের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে না। এবং আবু মিখনাফ লূত বিন ইয়াহইয়ার বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আসলে এ রকম।

আবু মিখনাফের বর্ণনার ব্যাপারে আরেকটি বিষয় বলি, যা আমার কাছে খুবই সন্দেহজনক মনে হয়েছে। আমার মনে হয় যে কারও কাছে এ বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হবার কথা। আবু মিখনাফ তার বর্ণনায় বিভিন্ন চিঠির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছে। এ সবগুলো হলো গোপন চিঠি। অন্য কেউ এ চিঠিগুলোর বর্ণনা দিতে পারছে না। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, আবু মিখনাফ এগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে।

আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হল, তিনি গুপ্তচরদের কাজকর্মেরও বর্ণনা দিয়েছেন। তার বর্ণনায় ঠাঁই পেয়েছে ঘটনার পেছনের ঘটনা এবং গুপ্তবার্তার কথাবার্তাও। নিচে এ রকম কিছু চিঠির তালিকা দেয়া হলো :

- আল ওয়ালিদের কাছে ইয়াযিদের চিঠি।
- কুফার লোকদের পক্ষ থেকে হুসাইন ﵁-এর প্রতি দুটি চিঠি।
- কুফার লোকদের চিঠির জবাবে হুসাইন ﵁-এর চিঠি।
- হুসাইন ﵁-এর নিকট মুসলিম বিন আক্বিল ﵁-এর চিঠি।
- মুসলিম ﵁-এর চিঠির জবাবে হুসাইন ﵁-এর চিঠি।
- হুসাইন ﵁-এর পত্রের জবাবে মুসলিম ﵁-এর চিঠি।
- ইয়াযিদের নিকট উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের চিঠি।
- উবাইদুল্লাহর প্রতি ইয়াযিদের জবাবি চিঠি। ইত্যাদি।[১০]

ব্যাপারটা একটু চিন্তা করুন তো। এ চিঠিগুলো পাঠানো হয়েছিল গোপনে, গুপ্তচরদের মাধ্যমে। অন্য কারও কাছে এসব চিঠিপত্র নেই। কিন্তু আল হুসাইন ﵁-এর শাহাদাতের প্রায় ১০০ বছর পর আসা আবু মিখনাফের হাতে এই সব গোপন চিঠিপত্র মজুদ

---

[৯] তারিখ আত তাবারী : ৩/১০৪৭-১০৪৯

[১০] বিস্তারিত পরিশিষ্টে।

আছে। বিষয়টা কি সন্দেহজনক না? তাহলে ইসলামী ইতিহাসের এত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা সম্পর্কে কীভাবে এমন একটি বর্ণনা গ্রহণ করা সম্ভব?

তবে ঘটনা এখানেই শেষ না। আছে এরচেয়েও ভয়ানক ব্যাপার! আবু মিখনাফের মৃত্যুর প্রায় ৮০০ বছর পর বাজারে এল নতুন একটা বই। বইয়ের নাম?

মাক্বতাল হুসাইন। লেখক, আবু মিখনাফ।

বইয়ের নাম এক, লেখকের নামও এক; কিন্তু বইয়ের ভেতরের কথাবার্তা আলাদা। কিন্তু এই নতুন সংস্করণের লেখক কে, কোথা থেকে এটা এল—কেউ তা জানে না। আজ যেকোনো মাতমে গেলে আপনি যে কাহিনিগুলো শুনবেন সেটা নেয়া এই পরবর্তী সংস্করণ থেকে। আবু মিখনাফের আসল যে বর্ণনা সেটা আজ কোনো মাতমে শুনতে পাবেন না। কিন্তু তার নামে প্রচলিত পরবর্তী এ সংস্করণের বর্ণনা আরও অনেক বেশি অতিরঞ্জিত। শিয়াদের মধ্যে অনেকে আল হুসাইন ﷺ-এর ব্যাপারে যে আকিদা পোষণ করে এবং কারবালার ঘটনার ব্যাপারে তাদের অনেকের যে ধারণা গড়ে উঠেছে, সেগুলোর ভিত্তি হলো আবু মিখনাফের নামে চালানো এই নতুন সংস্করণ। কিন্তু এর লেখক অজ্ঞাত, উৎস অজ্ঞাত।

আবু মিখনাফের আসল যে বর্ণনা সেটা শুধু সুন্নি না, বরং শিয়া এবং যাইদিদের কাছেও স্বীকৃত। অর্থাৎ ইসনে আশারিয়া শিয়া, যাইদি শিয়া এবং সুন্নি—সবাই আবু মিখনাফের মূল বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে। তবে মনে রাখুন, আবু মিখনাফ কিন্তু মিথ্যাবাদী হিসেবে স্বীকৃত। হাদীস বিশারদগণ তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন।

কিন্তু আবু মিখনাফের মৃত্যুর ৮০০ বছর য নতুন সংস্করণের উদয় হয়, তা নিয়ে আপত্তি আছে খোদ শিয়াদের দিক থেকে। শিয়াদের প্রধান হাদিস বিশারদদের মধ্যে অনেকেই এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছে। যেমন : 'মাফাতিহুল জানান' নামের শিয়াদের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুয়ার বইয়ের লেখক আব্বাস আল ক্বুম্মি বলেছে, 'এ বই গ্রহণযোগ্য না। আমরা জানি না এ বই কোথা থেকে এসেছে। আবু মিখনাফের প্রথম বই হলো সহীহ।'

একই কথা বলেছে শিয়াদের ৮টি প্রধান হাদীস গ্রন্থের একটির লেখক আন নূরি আত তাবারিসি।

আবারও মনে করিয়ে দিই, আবু মিখনাফের আসল যে বর্ণনা সেটা নিয়েও কিন্তু আপত্তি আছে। তবে সেটার মধ্যে কমসেকম কিছু সত্য ছিল, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণের অবস্থা একেবারেই যাচ্ছেতাই। কিছু উদাহরণ দিলে হয়তো ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে।

কারবালার ঘটনার সময় আল হুসাইন ﷺ-এর সাথে ছিলেন সব মিলিয়ে মোট ৭০